মেহেরপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর বড়বাজার প্রধান সড়কে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে ভবন নির্মাণের কাজ। এছাড়াও নেওয়া হয়নি পৌরসভা থেকে নকশার অনুমোদন। অভিযোগ রয়েছে আদালত, প্রশাসন ও পৌরসভার নির্দেশনাকে বৃদ্ধাআঙ্গুল দেখিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ মদদে ও লোকবল দিয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন অভিযোগ তুলে বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ইমরান হেলালী প্রিন্স নামের এক বিচারপ্রার্থী।

ইমরান হেলালী প্রিন্স লিখিত অভিযোগে বলেন, মেহেরপুর বড় বাজার প্রধান সড়কে অবস্থিত আমাদের স্বত্ব দখলীয় জমির মধ্যে থেকে এস এ ১৭৯১ নং দাগের এক শতক জমি আমার দাদা মৃত রফিকুল ইসলাম বাবলুর নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে বাবলু রেকর্ড অফিসের কর্মচারীগণের সাথে যোগসাজসে এক শতক জমির স্থলে এক শতক ৪৪ পয়েন্ট জমি নিজ নামে রেকর্ড করে নেন। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দখলের উদ্দেশ্যে আমার পয়েন্ট ৪৪ শতক জমির পিছনে আমার অন্য শরীকের নিকট হতে বাবলু আরো এক শতক জমি ক্রয় করেন। সেখানে আমার ৪৪ শতক জমি দখল করার উদ্দেশ্যে সেখানে ভবন নির্মাণ শুরু করেন। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা করলে বিচারক ভবন নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পেশিশক্তি ব্যবহার করে আবারো নির্মাণ কাজ শুরু করে। আমি আমার শরীকগণকে নিয়ে তাদের অবৈধ কাজে বাধা দিতে গেলে তারা আমার উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করলে আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাই। এরপর থেকে মাসকুরা বেগম ও তাদের লোকজন আমার পরিবারের সদস্যদের নানা প্রকার হুমকি দিচ্ছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মাসকুরা বেগমের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জানান, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তা মিথ্যা।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, জমির নিয়ে আদালতে মামলা চলমান, সেহিসাবে আমাদের কিছু করণীয় নেই। দুজনই আমাদের সমিতির সদস্য। সে হিসাবে আদালতে নিষ্পত্তি হলেই ভবন নির্মাণ করা উচিত।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভা থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে বললেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তারা রাতের আধারে বা বন্ধের দিন সুযোগ বুঝে চুরি করে অল্প অল্প করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভবনের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে তিনি বলেন, ভবন নির্মাণে পৌরসভা থেকে তাদের কোন অনুমোদন দেওয়া হয়নি। যেহেতু জমিতে মামলা চলছে তাই মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভা ওই জমিতে নকশার অনুমোদন দিতে পারে না। নকশা অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণ হলে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর ২৪ ঘন্টায় করোনায় আরো ৩ জনের মৃত্যু

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে নতুন ৩ জন মারা গেছেন। তারা হলেন, শহরের বড়বাজারের মাহফুজুর রহমান (৫৩), সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের গোলাম মোস্তফা (৭০) এবং গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মারুফ হোসেন (৪০)।

মেহেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেওয়া তথ্যে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ৬দিন, মারুফ হোসেন ১২ এবং মাহফুজুর রহমান ১১ দিন ধরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে ১৬৪ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭৯,গাংনীতে ৫৫ এবং মুজিবনগরে ৩৯ জন।

মুক্তিযোদ্ধাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন প্রতিমন্ত্রীর ভাই বাবুল

মুক্তিযোদ্ধাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের পুস্পস্তবক হাতে নিলেন অমুক্তিযোদ্ধা শহিদ সাদিক বাবুল। এমনই অভিযোগ করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা।
রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর অস্থায়ী প্রতিকৃতির সামনে এ ঘটনা ঘটান তিনি। এসময় মুক্তিযোদ্ধারা তার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেন। তবে অভিযুক্তের দাবি তিনি মুক্তিযোদ্ধা।
অভিযুক্ত শহিদ সাদিক বাবুল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বড় ভাই। ভাই প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে তিনি এ ধরণের আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ মুক্তিযোদ্ধাদের।
জানা গেছে, ঘটনার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন চলছিল। অন্যন্যা সংগঠনের মতো মুক্তিযোদ্ধারাও ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা এমএ হালিম, চাঁদ আলী, সিরাজুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম, হেকমত আলী, মুসা করিম, ইলিয়াস, আব্দুল জলিলসহ ৪০ থেকে ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা পুস্পস্তবক হাতে নিয়ে অপক্ষো করেন। এ সময় হঠাৎ করে শহিদ সাদিক বাবুুল ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেককে ধাক্কা দিয়ে সরে যেতে বলেন। এসময় মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী স্টিক ছেড়ে দিলেও আব্দুল মালেক পুস্পস্তক হাতে ধরে বলেন আপনি এখানে কেন এসেছেন, আমি সরবো না বলে তিনি পুস্পস্তবকের স্টিক ধরে থাকেন। এসময় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। অনুষ্ঠান নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে তারা চুপ করে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই জেলা প্রশাসক ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভারপ্রাপ্ত কমাণ্ডার ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে ক্যাপ. আব্দুল মালেককে ডেকে নিয়ে

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান শেষে মুক্তিযোদ্ধারা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম বলেন, অনুষ্ঠানের মধ্যে বাবুল নামের একজন অমুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের ক্ষমতায় মুক্তিযোদ্ধাদের ধাক্কা দিয়ে সরান এবং নির্লজ্জের মতো মুক্তিযোদ্ধা সেজে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার চেষ্টা করেন। একজন অমুক্তিযোদ্ধা এ ধরণের আচরণ করতে পারেন না। আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছি। এ বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মিলে পরবর্তিতে অন্য কর্মসূচীও গ্রহণ করবো।
মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, হঠাৎ করে প্রতিমন্ত্রীর বড়ভাই বাবুল সেখানে গিয়ে আমাক্কে ধাক্কা দিয়ে সরে যেতে বলেন। আমি শক্ত করে পুস্পস্তবক ধরে তাকে জানায় আপনি অমুক্তিযোদ্ধা হয়ে কেন এখানে এসেছেন। এসময় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা তাকে আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তখন অনুষ্ঠানের স্বার্থে আমরা নিরব হয়ে যায়।
সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমাণ্ডার আবুল কাশেম জানান, আমি অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। তবে আমি শুনেছি প্রতিমন্ত্রীর বড়ভাই বাবুল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অশোভণ আচরণ করেছেন। যা তিনি অন্যায় করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা না হয়ে কেন তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণ করতে যাবেন। এ ধরণের আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।
অভিযুক্ত বাবুল নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে বলেন, আমার মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট আছে। আমি ভাতার জন্য মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি নেয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের ধাক্কা দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি তাদের ধাক্কা দেয়নি। ক্যাপটেন মালেককে বলেছিলাম আপনি মাঝখানে থাকেন। তিনি একপ্রান্তেই থাকলেন। তিনি আরো জানান, যারা বলেছে আমি মুক্তিযোদ্ধা না তারাতো মেহেরপুরের না, তারা বাইরের, তারা কিভাবে জানবে আমি মুক্তিযোদ্ধা কি না? মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা মুক্তিযুদ্ধ সংসদের ভারপ্রাপ্ত কমাণ্ডার ড. মুনসুর আলম খান বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাকে এক মুক্তিযোদ্ধা মৌখিকভাবে অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবসে বিজিবির খাদ্য বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থাপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২ শতাধিক অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর সহ কয়েকটি বিওপিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবি’র উদ্যোগে খাদ্য বিতরণের পাশাপাশি কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবি অধিনায়ক লে: কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিএসপি ও সহকারী পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ইমরান আলী সহ ক্যাম্প কমান্ডার বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর হাসপাতালে ৫টি আইসিইউ ও ৫টি এইচডিইউবেড প্রদান

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ৫টি আইসিইউ এবং ৫টি এইচডিইউবেড প্রদান করেছে সাজেদা ফাউন্ডেশন নামের বেসরকারী সংস্থা।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহেদা ফিজা কবির, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল।

বক্তব্য দেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায় ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, ইতিমধ্যে এইচডিইউবেড স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত তারা এই বেডগুলো স্থাপন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর ফলে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত দেওয়া সম্ভব হবে।

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন ২ জনের মৃত্যু

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে নতুন দুই জন মারা গেছেন। তারা হলেন মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের ফয়েজ উদ্দীন
(৮০) এবং জয়পুর গ্রামের রহিমা খাতুন (৬০)।

মেহেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেওয়া তথ্যে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে ফয়েজ উদ্দীন গত ১১ আগস্ট এবং রহিমা খাতুন ৪ আগস্ট করোনা আক্রান্ত হন। তারা দুজনেই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে ১৫৮ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭৬,গাংনীতে ৫৩ এবং মুজিবনগরে ৩৮ জন।

মেহেরপুরে ময়লা আবর্জনা ও পয়:বর্জ্য থেকে তৈরি হবে জৈব সার

মেহেরপুর শহর এখন থেকে পরিস্কার থাকবে। কোন সড়কে, এমনকি কারো বাড়ির সামনে কোন ধরণের ময়লা আবর্জনা থাকবেনা। সেই সব ময়লা আবর্জনা পৌরসভার গাড়িতে করে নিয়ে এসে ফেলা হবে ডাম্পিংয়ে। বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সেই আবজর্নাগুলো পরবর্তিতে জৈব সারে রুপান্তরিত হবে যা এলাকার কৃষি কাজে ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে পয়:বজ্যর জন্য শোধনাগার করা হয়েছে। সেখানেও এগুলো ফেলা হবে। সেখান থেকেও জৈব সার উৎপাদন হবে।

মঙ্গলবার দুপুরে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ব্র্যাক অফিসের পেছনে ২ কোটি ৭৩ লাখ টাকা বরাদ্দে নির্মিত স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান এ কথা বলেন।
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর অর্থায়নে ৩একর জমির উপর স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড (ডাম্পিং) ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌরসভার প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম প্রমুখ।

স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র বলেন, মেহেরপুরের মানুষ পৌরসভার কাছে খেতেও চাইনা, পরতেও চাইনা। তারা চাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি শহর, একটি সমাজ। তারই আলোকে আজকে আমাদের একটি বড় পাওয়ার দিন। এটা বাংলাদেশের অনেক পৌরসভার ভাগ্যে জোটেনি। তবে মেহেরপুর পৌরসভার

স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার যেটা মেহেরপুর পৌরসভা করতে সক্ষম হয়েছে। আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একসময় ভাগাড় ছিল। সেই জায়গা তিলে তিলে আজকে আমরা একটি সুন্দর পরিবেশে গড়তে পেরেছি। বাংলাদেশ সরকারের যেটা চিন্তা ভাবনা সেটা হলো যে জিনিসটাই তৈরি হবে কেন সেটা যেন টেকসই হয়। সেই উদ্যোগে আমরা এই প্রকল্পটি হাতে নিয়ে ছিলাম । আমরা যদি এটা সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি তাহলে এটা ২০ বছরেও কিছুই হবে না। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

গাংনীতে মাদক মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক মামলার পলাতক আসামী বানারুল ইসলামকে
(৩০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যায় উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের খাসমহল গ্রামের একটি চায়ের দোকান থেকে তাকে গ্রেফতার করে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের টু আইসি মো: রবিউল ইসলাম। গ্রেফতারকৃত বানারুল ইসলাম খাসমহল পশ্চিমপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের টু আইসি মো: রবিউল ইসলাম জানান,মাদক মামলায় আদালত কর্তৃক গ্রেফতারী পরোয়ানা আসামী বানারুল ইসলাম খাসমহল গ্রামের একটি চায়ের দোকানে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে গাংনী থানায় নেয়া হয়েছে। সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে লকডাউন বিধি না মানায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনাভাইরাসের তৃতীয় দফার লকডাউন এর পঞ্চম দিনে ১২ টি মামলা দিয়ে ১৬ জনের নিকট জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৭’শ টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের তিনটি টিম।
সরকারি নির্দেশনা অমান্য এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের দায়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। ৩টি টিমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)ও এক্সিকিউটিভ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম এবং জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মিথিলা দাস।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের কারি ৩টি টিম গাংনী পৌরসভার,বামন্দী ইউনিয়ান,সাহারবাটি ইউনিয়ান,কাথুলী ইউনিয়ান,রাইপুর ইউনিয়ান,তেঁতুলবাড়ি ইউনিয়ান, এবং ধানখোলা ইউনিয়ানের বিভিন্ন এলাকার কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি এবং আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩জন নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই জন।
আজ বুধবার দুপুর ২টার দিকে কেদারগঞ্জ-মুজিবনগরের মাঝামাঝি মানিকনগরে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে শাকিল হোসেন (২২), মিনারুল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (২২) এবং গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের নিহাজুলের ছেলে মোস্তাক হোসেন (২০)। আহতরা

হলেন-সদর উপজেলার আলমপুর গ্রামের সামজান বিশ্বাসের ছেলে ওমর ফারুক ও গাড়াডোব গ্রামের আব্দুল রশিদের ছেলে রকিবুল ।

স্থানীয়রা জানান, শাকিল ও শামিম দুজনই নিজ গ্রাম সোনাপুর থেকে কেদারগঞ্জ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে গাংনীর গাড়াডোব থেকে অপর একটি মোটরসাইকেলে মোস্তাক, ওমর ফারুক ও রকিবুল মুজিবনগরে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। এসময় কেদারগঞ্জন- মুজিবনগরের মাঝামাঝি স্থানে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়াদ হোসাইন তিনজনকে মৃত ঘোষনা করেন । বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মুজিবনগর থানর অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কোন পক্ষের অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্থান্তর করা হয়েছে।